भारत 2023 INDIA

G-20- প্রবেশিকা

G-20 ইউনিভার্সিটি কানেক্টের জন্য

প্রস্তুত করা পটভূমি

वसुधैव कुटुम्बकम् | ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

স্বীকারোক্তি

আরআইএস-এর মহাপরিচালক অধ্যাপক শচীন চতুর্বেদীর সার্বিক তত্ত্বাবধানে ‘G20-এ প্রাইমার’ তৈরি করা হয়েছে। নথিটির মূল বিষয়বস্তু সরবরাহ করেছেন শ্রী মনীশ চাঁদ, টিজিআইআই মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, নয়াদিল্লি এবং সহযোগী অধ্যাপক ডঃ প্রিয়দর্শী দাশের সমন্বয়ে গঠিত আরআইএস টিম; ডঃ দুর্গেশ রাই, ফেলো; ডাঃ রাহুল রঞ্জন, কনসালটেন্ট; এবং ডাঃ সায়ন্তন ঘোষাল, কনসালটেন্ট।

আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই শ্রী অমিতাভ কান্ত, G-20 শেরপা; শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা, প্রধান সমন্বয়ক (G20); শ্রী মুক্তেশ পরদেশী, ওএসডি (G20); শ্রী অভয় ঠাকুর, অতিরিক্ত সচিব এবং এসওইউএস-শেরপা (G20) এবং ডঃ সুমিত শেঠ, যুগ্ম সচিব (নীতি পরিকল্পনা ও গবেষণা), পররাষ্ট্র মন্ত্রক তাদের নির্দেশনা ও সমর্থনের জন্য।

রিপোর্টটির প্রযোজনা পরিচালনা করেন আরআইএস পাবলিকেশান টিম, পাবলিকেশান টিমে রয়েছেন টিশ মালহোত্রা যিনি পাবলিকেশান অফিসার এবং শ্রী শচীন সিংহল পাবলিকেশান অ্যাসিস্ট্যান্ট।

কপিরাইট © আরআইএস, 2022

2022 সালে প্রকাশ হয়েছে: আরআইএস এর দ্বারা

ইন্ডিয়া@G-20

আশা, সম্প্রীতি এবং শান্তির সভাপতিত্ব

আশা, সম্প্রীতি, শান্তি এবং স্থিতিশীলতা - এগুলি এমন সংজ্ঞায়িত ধারণা যা বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতির G-20 গ্রুপিং-এ ভারতের সভাপতিত্বকে দৃঢ় করবে। ক্রমবর্ধমান মেরুকরণ এবং ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধির সময়ে বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি ভারতকে বিভক্ত বিশ্বে শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং অভিন্ন সমৃদ্ধির অগ্রগতির সময় বৈশ্বিক এজেন্ডা গঠনের একটি দুর্দান্ত সুযোগ দেয় G-20।

একত্রিত এবং অ্যাকশন সম্বন্ধীয়

2022 সালের 16ই নভেম্বর ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে G-20 শীর্ষ সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি জোকো উইদোদো প্রতীকীভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে G-20 প্রেসিডেন্সির উপহার হস্তান্তর করেন। ভারত 2022 সালের 1 লা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বছরব্যাপী G-20 প্রেসিডেন্সির দায়িত্ব গ্রহণ করে, যা 2023 সালের 30 শে নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। বালিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বকে আশ্বস্ত করে বলেন যে ভারতের G-20 সভাপতিত্ব "অন্তর্ভুক্তিমূলক, উচ্চাভিলাষী, সিদ্ধান্তমূলক এবং কর্মমুখী" হবে। ভারতের প্রেসিডেন্সির মূল থিম এবং অগ্রাধিকারের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেন যে G-20 কে শান্তি ও সম্প্রীতির পক্ষে একটি শক্তিশালী বার্তা দিতে হবে এবং জোর দিয়ে বলেন যে শান্তি ও নিরাপত্তা ছাড়াও "ভবিষ্যত প্রজন্ম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সুবিধা নিতে সক্ষম হবে না।"

G-20 লোগো: প্রস্ফুটিত পাপড়ি, সাতটি পাপড়ি

ভারতের G-20 চেয়ারম্যানশিপের নির্যাস লুকিয়ে আছে এর থিমের মধ্যে যা হল "একটি বিশ্ব, একটি পরিবার, একটি ভবিষ্যৎ" এবং এটি প্রাচীন সংস্কৃত উদ্ধৃতি "বাসুদাইব কুটুম্বকাম" এ খোদাই করা রয়েছে। এই লোগোর মধ্যে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম রয়েছে যার সাতটি পাপড়ি পৃথিবীকে পরিবেষ্টিত করে রয়েছে,যা বোঝায় সমস্ত জীবনের মূল্য - মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং অণুজীব - পৃথিবী এবং বিস্তৃত মহাবিশ্বে তাদের আন্তঃসংযোগ। 8ই নভেম্বর 2022 এ এই লোগোটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "G-20 এর এই লোগোটির মধ্যে পদ্মফুলটি এই সময়ে আশাকে বোঝায়"। লোগোটির প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আরও বলেন যে, "পদ্মফুলের সাতটি পাপড়ি বিশ্বের সাতটি মহাদেশ এবং সুরের সাতটি স্বরকে বোঝায়। G-20 বিশ্বকে সম্প্রীতির বন্ধনে একত্রিত করবে। এই লোগোতে, পদ্ম ফুল ভারতের পৌরাণিক ঐতিহ্য, আমাদের বিশ্বাস, আমাদের বুদ্ধিমত্তাকে চিত্রিত করে।

ভারতের জন্য, G-20 প্রেসিডেন্সি "অমৃতকাল" এর সূচনাকেও চিহ্নিত করে, যা 2022 সালের 15ই আগস্ট স্বাধীনতার 75 তম বার্ষিকী থেকে শুরু হয়ে স্বাধীনতার শতবার্ষিকী পর্যন্ত এই 25 বছর একটি ভবিষ্যত, সমৃদ্ধ, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং উন্নত সমাজের দিকে পরিচালিত হয়, যা তার মূলে একটি মানব-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা স্বীকৃত।

প্রধান অগ্রাধিকার

খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তার মতো বহুমাত্রিক সংকটে জর্জরিত বিশ্বে ভারত তার G-20 সভাপতিত্বকে পরিবর্তন ও বৈশ্বিক রূপান্তরের অনুঘটক হিসেবে দেখছে। বিশ্ব যখন সংঘাতে জর্জরিত, সাধারণ মানুষের জীবনকে বিপন্ন করছে, তখন ভারত তার G-20 সভাপতিত্বকে কাজে লাগিয়ে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি পুনরুজ্জীবিত করা, শক্তিশালী জলবায়ু পদক্ষেপ এবং শক্তিশালী বৈশ্বিক স্বাস্থ্য কাঠামোর মতো বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের গঠনমূলক ও ঐকমত্যভিত্তিক সমাধান তৈরি করবে। খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা কে উৎসাহিত করা একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হবে কারণ মহামারী লক্ষ লক্ষ মানুষকে দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) দ্রুত ট্র্যাক করা এবং লাইফ (LiFE) (লাইফ ফর এনভায়রনমেন্ট) এর মাধ্যমে পরিবেশ-বান্ধব টেকসই জীবনধারা গ্রহণে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া আগামী কয়েক মাসের মধ্যে অন্যান্য প্রধান অগ্রাধিকার হবে। তথ্য প্রযুক্তিতে তার মূল শক্তির সাথে, ভারত ডিজিটাল আর্কিটেকচারকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার দিকে মনোনিবেশ করে

যাতে এটি আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের অনুঘটক হয়ে উঠতে পারে। অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি প্রচার করা মূল অগ্রাধিকার হবে।

মেরুকরণের দ্বন্দ্ব এবং বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানের পতনের দ্বারা বিভক্ত বিশ্বে, G-20, যা বৈশ্বিক জিডিপির 85%, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 75% এবং বিশ্বের জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব করে, আগের চেয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভারতের সভাপতিত্বে ভারত বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও আর্থিক ইস্যুতে সহযোগিতার জন্য প্রধান বৈশ্বিক ফোরাম হিসাবে G-20 এর মর্যাদা এবং কর্তৃত্ব জোরদার করার চেষ্টা করবে। সর্বোপরি, G-20 2008 সালের আর্থিক মন্দার শীর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিল, যা বিশ্বকে উন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতির সমন্বয়ে একটি নতুন প্রতিনিধি বহুপাক্ষিক গোষ্ঠী গঠন করতে বাধ্য করেছিল। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী মোদী জোর দিয়ে বলেছেন যে বিশ্ব "G-20এর দিকে আশার দৃষ্টিতে" তাকিয়ে আছে।

অতুলনীয় ভারত

অর্থনৈতিক অগ্রগতি থেকে শুরু করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, মহাকাশ, উদ্ভাবন এবং স্টার্ট-আপ পর্যন্ত প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের নতুন উচ্চতায় পৌঁছানোর জন্য G-20 ভারতকে তার সমস্ত গৌরব এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে 'গণতন্ত্রের জননী' হিসাবে তুলে ধরার একটি সুযোগ হবে। ভারত ভারতের 56টি স্থানে 200টিরও বেশি G-20 সম্পর্কিত বৈঠকের আয়োজন করবে, যা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের এই প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যময় দেশটি পরিদর্শনে নিয়ে আসবে। অনেক দর্শনার্থীর জন্য, একটি G-20ইভেন্ট ভারতের প্রথম স্বাদ এবং অভিজ্ঞতা হবে, এবং তাই সমস্ত ভারতীয়দের বিশ্বকে স্বাগত জানাতে এবং তাদের একটি পরিবারের অংশ হিসাবে বিবেচনা করার জন্য তাদের সর্বোত্তম পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এই প্রাইমারটিতে ভারতের G-20 প্রেসিডেন্সির অধীনে মূল থিমগুলির উপর সংক্ষিপ্ত ভাবে লিখিত বিবরণ রয়েছে যাতে শিক্ষার্থী এবং গবেষকরা 20 টি দেশের সংস্থার নেতৃত্বে আগামী 12 মাসে ভারত কী অর্জন করতে চায় তার প্রধান ফোকাস ক্ষেত্র এবং অগ্রাধিকারগুলির সাথে পরিচিত হয়। আমরা আশা করি যে ভারত একটি বৈশ্বিক প্রভাবশালী হিসাবে তার পরিচয়কে সুসংহত করবে এবং G-20প্রক্রিয়ায় তার অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে যাবে যা আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত বিশ্ব তৈরি করতে চায়।

শক্তির রূপান্তর:

অনুকূল বসবাসযোগ্য পৃথিবী সৃষ্টির লক্ষ্যে

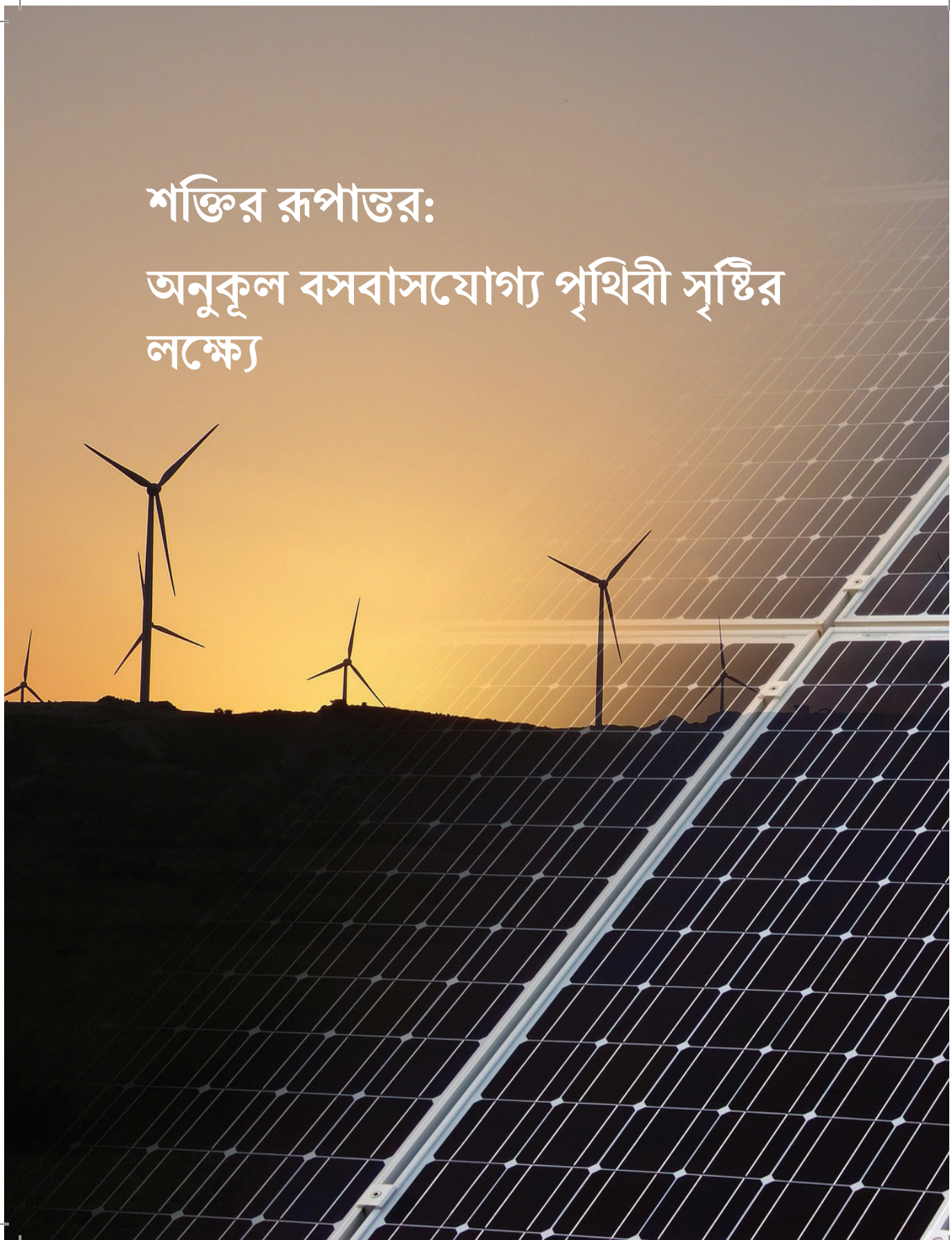

লো-কার্বন প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য শক্তি রূপান্তরকে উৎসাহিত করা ভারতের চলমান পুনর্নবীকরণযোগ্য বিপ্লবের একটি মূল অগ্রাধিকার, এবং এটি ভারতের G-20সভাপতিত্বের এজেন্ডায় উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পাবে। নতুন মানদণ্ড এবং লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করে ভারত ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে যে তার অর্ধেক বিদ্যুৎ পুনর্নবীকরণযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদিত হবে। ভারতের জন্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক জ্বালানি রূপান্তরের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সময়বদ্ধ এবং সাশ্রয়ী মূল্যের অর্থ এবং প্রযুক্তির টেকসই সরবরাহ অপরিহার্য।

প্রধানমন্ত্রী মোদী 2021 সালের নভেম্বরে গ্লাসগোতে COP 26 গ্লোবাল ক্লাইমেট সামিটে অন্তর্ভুক্তিমূলক শক্তি রূপান্তরের তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি উন্মোচন করেছিলেন, যেখানে তিনি বিশ্বকে "পঞ্চমিত্র: (পাঁচ অমৃত) ধারণার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই পাঁচ দফা পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে:

- ভারত 2030 সালের মধ্যে তার অ-জীবাশ্ম শক্তির পরিমাণ 500 গিগাওয়াটে পৌঁছে যাবে।
- ভারত 2030 সালের মধ্যে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি থেকে তার শক্তির প্রয়োজনীয়তার 50% পূরণ করবে।
- ভারত এখন থেকে 2030 সাল পর্যন্ত মোট আনুমানিক কার্বন নিঃসরণ এক বিলিয়ন টন হ্রাস করবে।
- 2030 সালের মধ্যে, ভারত তার অর্থনীতির কার্বন তীব্রতা হ্রাস করবে 45 শতাংশের বেশি।
- • 2070 সালের মধ্যে ভারত নেট জিরোর লক্ষ্য মাত্রা অর্জন করবে। এই "পঞ্চামৃত" জলবায়ু কর্মকাণ্ডে ভারতের এক অভূতপূর্ব অবদান হবে।

"পঞ্চমিত্র" এর এই ধারণাটি 2022-2023 সালের জন্য G-20-এর নেতৃত্বে শক্তি নিরাপত্তা এবং শক্তি রূপান্তরের জন্য ভারতের প্রচেষ্টাকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি হওয়ায় ভারতের জন্য জ্বালানি নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণেই ভারত জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য শক্তি সরবরাহের উপর যে কোনও বিধিনিষেধের বিরোধিতা করে।

দেশের শক্তি রক্ষণাবেক্ষণে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির অংশ বাড়ানোর জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত বেশ কয়েকটি যুগান্তকারী উদ্যোগের মাধ্যমে শক্তি রূপান্তরের পক্ষে ভারতের সমর্থন আরও অনুরণন এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করেছে। বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহকদের বিদ্যুতের সবুজ

উৎসগুলিতে স্যুইচ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য নিয়মশিথিল করে ভারত তার জীবাশ্ম জ্বালানী চালিত অর্থনীতির ডিকার্বনাইজেশনকে ত্বরান্বিত করেছে। ভারত ফার্স্ট মুভার্স কোয়ালিশনে যোগ দিয়েছে, একটি বৈশ্বিক উদ্যোগ যার লক্ষ্য বিশ্বব্যাপী নির্গমনের 30% জন্য দায়ী ভারী শিল্প এবং দূরপাল্লার পরিবহন খাতগুলিকে কার্বনমুক্ত করা।

ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতও ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (ISA) চালু করেছে এবং 'ওয়ান সান, ওয়ান ওয়ার্ল্ড, ওয়ান গ্রিড'-এর লক্ষ্যে কাজ করছে। ISA একটি বৈশ্বিক সৌর আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, 100 টিরও বেশি দেশ এই জোটে যোগ দিয়েছে যা সৌর শক্তি উৎপাদন প্রচার করতে চায়।

পরিচ্ছন্ন, টেকসই এবং সাশ্রয়ী মূল্যের জ্বালানি রূপান্তরকে ত্বরান্বিত এবং নিশ্চিত করার জন্য ভারত শক্তি ব্যবস্থার রূপান্তর এবং বৈচিত্র্যকে সমর্থন করে। সাশ্রয়ী মূল্যে, নির্ভরযোগ্য, টেকসই এবং আধুনিক জ্বালানি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, জনসাধারণের মধ্যে সাশ্রয়ী মূল্যের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি, পারস্পরিক উপকারী প্রযুক্তি সহযোগিতা এবং জ্বালানি খাতে প্রশমন কার্যক্রমে অর্থায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে, বিশেষত সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলির জন্য ভারত অব্যাহত সমর্থনের পক্ষে।

ভবিষ্যতে, ভারত সৌর শক্তির উৎপাদন বাড়াতে এবং শিল্প ও শক্তি ভোক্তাদের বৃহত্তর ব্যবহারের জন্য এটি আরও সাশ্রয়ী করে তুলতে ISA-কে কাজে লাগাবে। সবুজ প্রবৃদ্ধি এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির দিকে শক্তি রূপান্তরের প্রেক্ষাপটে ভারত সৌর শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর জন্য জোর দেবে। ভারতের দৃষ্টিতে, সৌর শক্তি ভবিষ্যতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি যা জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে সহায়তা করবে। G-20-এর সভাপতিত্বে ভারত প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং জ্ঞান হস্তান্তরের মাধ্যমে চলমান জ্বালানি রূপান্তরকে উৎসাহিত করবে। সৌর ও পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রযুক্তিতে উদ্ভাবনের প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানো আগামী দিনগুলিতে ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হবে।

পান লাইফ (LiFE): পরিবেশ বান্ধব জীবনযাত্রা

জলবায়ু আক্ষরিক অর্থে পরিবর্তিত হয়েছে, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বিশ্বজুড়ে তার বিপর্যয় ডেকে আনছে। নদীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে, হিমবাহগুলি গলে যাচ্ছে এবং বিশ্বের অনেক অঞ্চলে রেকর্ড ভাঙা তাপমাত্রা রয়ে গেছে, যার ফলে চারদিকে প্রচুর দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং টাইফুনের মতো জলবায়ু-জনিত ঘটনাগুলি আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করছে। আসন্ন জলবায়ু জরুরী অবস্থার এই পটভূমিতে, ভারত টেকসই এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার জন্য লাইফ(LiFE) - লাইফস্টাইল ফর দ্য এনভায়রনমেন্ট নামে একটি স্বদেশী উদ্যোগের অগ্রদূত হয়েছে এবং এটি G-20সহ বৈশ্বিক এজেন্ডায় স্থান পেয়েছে। 2021 সালের 1 নভেম্বর গ্লাসগোতে বার্ষিক বৈশ্বিক জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন কপ 26-এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই ধারণাটি উন্মোচন করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর ভাষণে পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের জন্য লাইফ(LiFE) কে "নির্বোধ এবং ধ্বংসাত্মক ভোগের পরিবর্তে সচেতন এবং ইচ্ছাকৃত ব্যবহারের" দিকে একটি আন্তর্জাতিক গণ আন্দোলন হিসাবে চালিত করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান।

লাইফ(LiFE) "গ্রহের জন্য, গ্রহের জন্য এবং গ্রহের জীবনধারা" অনুসরণ করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের কেন্দ্রবিন্দুতে একজন ব্যক্তিকে রাখে। জটিল ম্যাক্রো পলিসি বিতর্ক এবং সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকার বাইরে গিয়ে, লাইফ(LiFE) গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন রোধ করতে অফিসে বা জিমে যাওয়ার জন্য সাইকেল ব্যবহারের মতো সহজ জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলিকে উৎসাহিত করে। লাইফ(LiFE) একটি অন্তর্নিহিত বিশ্বাস দ্বারা অ্যানিমেটেড হয় যে গভীরভাবে জড়িত ব্যক্তি এবং সম্প্রদায়ের আচরণ পরিবর্তন করা একাই পরিবেশগত এবং জলবায়ু সংকটে পার্থক্য তৈরি করতে পারে। জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (UNEP) মতে, বিশ্বের আট বিলিয়ন জনসংখ্যার মধ্যে এক বিলিয়ন মানুষ যদি তাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিবেশ-বান্ধব আচরণ গ্রহণ করে তবে বিশ্বব্যাপী কার্বন নির্গমন প্রায় 20% হ্রাস পেতে পারে। এই নতুন স্কিমে, যারা এই ধরনের জীবনধারা অনুশীলন করেন তাদের লাইফ(LiFE) এর অধীনে প্রো প্ল্যানেট পিপল হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশাল স্ট্যাচু অফ ইউনিটির জন্য বিখ্যাত গুজরাটি শহর কেভাদিয়ায় 'মিশন লাইফ(LiFE)' চালু করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর মতে, মিশন লাইফ(LiFE)-ই জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইকে গণতান্ত্রিক করে তোলে প্রত্যেকের নিজস্ব সামর্থ্যের অবদানে। ' মিশন লাইফ(LiFE)' একটি জনমুখী গ্রহের ধারণাকে শক্তিশালী করবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী আশা প্রকাশ করেন যে এটি পি 3 মডেলের চেতনাকে শক্তিশালী করবে, অর্থাৎ প্রো-প্ল্যানেট পিপল। পুনর্ব্যবহার, হ্রাস এবং পুনর্ব্যবহার, ভারতের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, মিশন লাইফ(LiFE) এরও অংশ কারণ এটি মানুষকে টেকসই পছন্দ করার দিকে উৎসাহিত করে।

লাইফ(LiFE) অ্যাকশন প্ল্যানের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তিদের তাদের দৈনন্দিন জীবনে (চাহিদা) সহজ কিন্তু কার্যকর পরিবেশ-বান্ধব ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করতে উদ্বুদ্ধ করা, শিল্প এবং বাজারগুলিকে পরিবর্তিত চাহিদা (সরবরাহ) এর সাথে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম করা এবং টেকসই ভোগ এবং উৎপাদন (নীতি) উভয়কেই সমর্থন করার জন্য সরকার এবং শিল্প নীতিকে প্রভাবিত করা।

বৈশ্বিক সুস্থতার জন্য লাইফ(LiFE)-এর রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে ভারত টেকসই জীবনযাত্রাকে G-20 এজেন্ডায় স্থান দিয়েছে। G-20 বৈশ্বিক জিডিপির 80 শতাংশ এবং

বৈশ্বিক গ্রিনহাউজ গ্যাস নির্গমনের 80 শতাংশ। ভারতের দৃষ্টিতে, G-20 তাই লাইফ(LiFE) কে সবুজ জীবনযাত্রার জন্য একটি বৈশ্বিক আন্দোলনে পরিণত করার জন্য সজ্জিত। মিশন লাইফ(LiFE) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিশ্বকে সহায়তা করবে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য একটি টেকসই জীবনযাত্রার দিকে পরিচালিত করবে। এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী মোদী 2022 সালের 15 নভেম্বর বালিতে G-20 শীর্ষ সম্মেলনে তাঁর বক্তব্যে লাইফ(LiFE) এর তাৎপর্যকে আলোকিত করেছিলেন। "পৃথিবীর নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য, ট্রাস্টিশিপের অনুভূতিই সমাধান। লাইফ(LiFE) ক্যাম্পেইন এক্ষেত্রে বড় অবদান রাখতে পারে। এর উদ্দেশ্য টেকসই জীবনযাত্রাকে একটি গণআন্দোলনে পরিণত করা। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে বৈশ্বিক বিতর্কপরিবর্তনে ভারতের প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ G-20 বালি নেতাদের ঘোষণায় টেকসই উন্নয়ন ও জীবনযাত্রা, সম্পদ দক্ষতা এবং বৃত্তাকার অর্থনীতির ধারণাকে সমর্থন করা হয়েছে।

G-20-এর ভারতের সভাপতিত্বে লাইফ(LiFE) আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি ভারতে স্বাস্থ্যকর সবুজ জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষাকারীদের কাছ থেকে সমর্থন অর্জন করবে। আগামী মাসগুলিতে, লাইফ(LiFE) জলবায়ু পরিবর্তনমোকাবেলার জন্য বৈশ্বিক মন্ত্র হয়ে উঠতে চলেছে। মিশন লাইফ(LiFE) বিশ্ব নেতাদের কাছ থেকে উত্সাহী সাড়া পেয়েছে, যারা সবুজ রূপান্তর রে জন্য "বসুধৈব কুটুম্বকাম" এর আধ্যাত্মিক আদর্শকে মিশ্রিত করার জন্য ভারতের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন। ভারতের G-20 সভাপতির মূলমন্ত্র - "ওয়ান আর্থ ওয়ান প্ল্যানেট ওয়ান ফিউচার"- জীবনমুখী গ্রহ এবং মানুষের সারমর্মকে অন্তর্ভুক্ত করে। মিশন লাইফ(LiFE) হল পৃথিবীকে বাঁচাতে নাগরিক এবং সরকারগুলির জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার একটি স্পষ্ট আহ্বান।

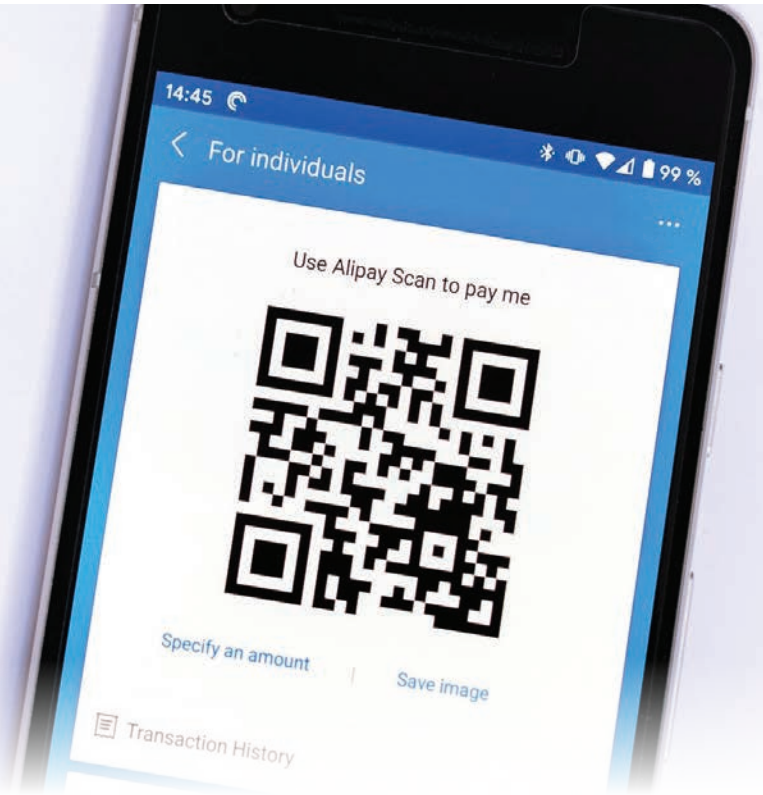

বিভাজনের সেতুবন্ধন: ডিজিটাল পাবলিক গুডস

কোভিড-পরবর্তী বিশ্বে ডিজিটাল রূপান্তর একটি নতুন স্বাভাবিক বিষয়। কোভিড-19 এর প্রেক্ষাপটে ইন্টারনেট আমাদের শ্রেণিকক্ষ, আমাদের কর্মক্ষেত্র, মিটিং স্পেস এবং আইডিয়া আদান প্রদানের জন্য পছন্দসই ফোরাম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। ডিজিটাল রূপান্তরমূলক সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে, স্পেকট্রাম জুড়ে ডিজিটাল রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করা আগামী মাসগুলিতে ভারতের G-20সভাপতিত্ব এবং কূটনৈতিক প্রচারের একটি প্রধান ফোকাস ক্ষেত্র হবে। ডিজিটাল অর্থনীতি, ডিজিটাল ফাইন্যান্স, ডিজিটাল গভর্নমেন্ট, ডিজিটাল স্বাস্থ্য এবং ডিজিটাল শিক্ষার মাধ্যমে এই ডিজিটাল রূপান্তর ঘটবে।

দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়েও ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে। এই প্রেক্ষাপটে, ভারত তার ডিজিটাল রূপান্তরের গল্প প্রদর্শন করে নেতৃত্ব দিতে পারে, 2014 সালে প্রায় 50% এর তুলনায় 80% এরও বেশি ভারতীয়দের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে - এবং উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের সাথে এই ক্ষেত্রে তার দক্ষতা শেয়ার করে নিতে পারে।

ভারত ডিজিটাল আর্কিটেকচারকে অন্তর্ভুক্তিমূলক করার দিকে মনোনিবেশ করে যাতে এটি আর্থ-সামাজিক রূপান্তরের অনুঘটক হয়ে উঠতে পারে। প্রশাসনে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি সহ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে স্কেল এবং গতি অর্জনের মূল চাবিকাঠি ডিজিটাল রূপান্তর। ভারত যে ডিজিটাল পাবলিক পণ্যগুলির স্থাপত্য গড়ে তুলেছে তা অন্তর্নির্মিত গণতান্ত্রিক নীতিগুলির সাথে জড়িত। এই সমাধানগুলি ওপেন সোর্স, ওপেন এপিআই, ওপেন স্ট্যান্ডার্ডগুলির উপর ভিত্তি করে, যা আন্তঃসংযোগযোগ্য এবং সর্বজনীন। ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস (UPI), ভারত দ্বারা অগ্রণী, ডিজিটাল পাবলিক পণ্যগুলির একটি ক্লাসিক উদাহরণ। গত বছর, বিশ্বের রিয়েল-টাইম পেমেন্ট লেনদেনের 40% এরও বেশি ইউপিআই-এর মাধ্যমে হয়েছিল। একইভাবে, ডিজিটাল পরিচয়ের ভিত্তিতে 460 মিলিয়ন নতুন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যা ভারতকে আজ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বনেতা করে তুলেছে। ভারতের ওপেন সোর্স কোউইন প্ল্যাটফর্মটি মানব ইতিহাসের বৃহত্তম টিকাদান অভিযান হিসাবে ব্যাপকভাবে দেখা হয়।

তিনি বলেন, "Aadhaar, Diksha, Swayam" হল বছরের পর বছর ধরে ভারত যে পাবলিক ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি করেছে তার কয়েকটি মূল উপাদান। ভারতকে ULIP (ইউনিফাইড লজিস্টিক ইন্টারফেস প্ল্যাটফর্ম) উন্নত করতে হবে এবং ONDC (ওপেন নেটওয়ার্ক ফর ডিজিটাল কমার্স) তৈরির প্রক্রিয়ায় রয়েছে।

একদিকে লক্ষ্য করা যায়, ভারত যখন ডিজিটাল অ্যাক্সেসকে সর্বজনীন করে তুলছে, অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে একটি বিশাল ডিজিটাল বিভাজন রয়েছে। বিশ্বের অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের নাগরিকদের কোনো ধরনের ডিজিটাল পরিচয় নেই। মাত্র 50টি দেশে ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম রয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারত প্রতিটি মানুষের জীবনে ডিজিটাল রূপান্তর আনার জন্য জোর দেবে, যাতে বিশ্বের কোনও ব্যক্তি ডিজিটাল প্রযুক্তির সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়। বালিতে G-20 শীর্ষ সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বিশ্বকে বলেন, G-20 প্রেসিডেন্সির সময় ভারত এই লক্ষ্যে G-20 অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে।

"Data for development" নীতিটি আমাদের প্রেসিডেন্সির সামগ্রিক থিম "এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত" এর একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হবে।

দারিদ্র্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে ডিজিটাল রূপান্তরকে দেখছে ভারত। ডিজিটাল রূপান্তরের সুফল যাতে মানবজাতির একটি ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে তা নিশ্চিত করতে ভারত অন্যান্য G-20 দেশগুলির সাথেও কাজ করবে।

ভবিষ্যতে, ডিজিটাল এবং সবুজ উন্নয়ন এক বড় সুযোগ। সম্বেত হয়ে, "40 কোটি মানুষ আছে যাদের ডিজিটাল পরিচয় নেই। 20 0 মিলিয়ন মানুষের কোন ব্যাংক একাউন্ট নেই; প্রায় 133 টি দেশে এমনকি দ্রুত পেমেন্ট নেই। সুতরাং, বিশ্বকে রূপান্তরিত করার জন্য এটি একটি বিশাল সুযোগ," বলেছেন ভারতের G-20 শেরপা, শ্রী অমিতাভ কান্ত।

জলবায়ু অর্থায়ন: সবুজ প্রবৃদ্ধিতে বিনিয়োগ

জলবায়ু অর্থায়ন সবুজ রূপান্তর এবং সবুজ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার মূল চাবিকাঠি ধারণ করে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে বিশ্ব ক্রমবর্ধমান সচেতন হওয়ার সাথে সাথে উন্নত দেশগুলি থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জলবায়ু অর্থের সময়সীমার মধ্যে জরুরি সরবরাহ জরুরি হয়ে উঠেছে। গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের জন্য ঐতিহাসিকভাবে উন্নত দেশগুলিকে দায়ী করে ভারত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জলবায়ু অর্থায়নের পক্ষে ধারাবাহিকভাবে সমর্থন করেছে। এই যুক্তির উপর ভিত্তি করে, অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির সাথে ভারতও G-20-তে সবুজ রূপান্তরের জন্য দ্রুত জলবায়ু অর্থায়নের জন্য একটি জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছে। 2009 সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত বৈশ্বিক জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন COP-15-এ উন্নত দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা করার জন্য 2020 সালের মধ্যে যৌথভাবে প্রতি বছর 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু 14 বছরেরও বেশি সময় পরে, এই লক্ষ্যটি কেবল আংশিকভাবে পূরণ করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে, জলবায়ু অর্থায়নের দ্রুত সরবরাহ এবং জলবায়ু অর্থায়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাড়ানো ভারতের G-20 সভাপতির জন্য একটি উচ্চ অগ্রাধিকার হবে। ভারতের দৃষ্টিতে, উন্নয়নশীল দেশগুলিকে তাদের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রতি বছর 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে জলবায়ু অর্থায়নে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি প্রয়োজন এবং ধনী দেশগুলিকে সম্পদ সংগ্রহের নেতৃত্ব দিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে 2022 সালের নভেম্বরে বালিতে অনুষ্ঠিত G-20 শীর্ষ সম্মেলনে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু অর্থায়নের গতি ত্বরান্বিত করতে সম্মত হয় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তার জন্য প্রতি বছর 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে জলবায়ু অর্থায়নের উচ্চাভিলাষী নিউ কালেক্টিভ কোয়ান্টিফাইড গোল (NCQG) নিয়ে কাজ করতে সম্মত হয়।

এর সভাপতিত্বে ভারত উন্নত দেশগুলিকে জলবায়ু অর্থায়নের সীমা প্রতি বছর 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ওপরে উন্নীত করতে প্ররোচিত করবে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি সহ শূন্য এবং কম নির্গমন বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ভারত G-20দেশগুলির সাথেও কাজ করবে। ভারতে G-20 শীর্ষ সম্মেলন তাপমাত্রা বৃদ্ধি 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্যকে আরও জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ভারত এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির জন্য একটি বিজয় হিসাবে, বালি ঘোষণায় প্রশমন এবং অভিযোজনের মধ্যে ভারসাম্য অর্জনের প্রেক্ষাপটে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অভিযোজনের জন্য জলবায়ু অর্থায়নের সম্মিলিত বিধানকে 2019 সালের স্তর থেকে 2025 সালের মধ্যে কমপক্ষে দ্বিগুণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলির সক্ষমতা জোরদার করার ক্ষেত্রে জলবায়ু অর্থায়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং শক্তিশালীকরণের ক্ষেত্রে ভারত ধনী দেশগুলির কাছ থেকে দৃঢ় পদক্ষেপ প্রত্যাশা করে।

জলবায়ু সংকটের ব্যাপকতা বিবেচনায়, পদক্ষেপ নিতে আর দেরি করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে উন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ে আলোচনায় বসতে রাজি করানোর বড় দায়িত্ব G-20'র। এর সভাপতিত্বে ভারত জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমনে উন্নত দেশগুলির কাছ থেকে আর্থিক, প্রযুক্তিগত এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নত দেশগুলিকে চাপ দেবে। ভারতের দৃষ্টিতে, উন্নত দেশগুলিকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের জন্য তাদের ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা বিবেচনা করে জলবায়ু পরিবর্তনমোকাবেলায় সম্পদ সংগ্রহের নেতৃত্ব দেওয়া উচিত। অভিযোজন এবং প্রশমন প্রকল্পগুলির মধ্যে তহবিলের ন্যায়সঙ্গত বরাদ্দ থাকা উচিত।

খাদ্য নিরাপত্তা, লোকপ্রিয়তা, মিলেটের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য G-20 সহযোগিতা বর্ধন

কোভিড-19 মহামারী এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের পরে সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্নের প্রেক্ষাপটে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা একটি প্রধান বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এটি ভারতের G-20 সভাপতির এজেন্ডায় উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পাবে। যেহেতু খাদ্য সংকট উন্নয়নশীল ও উন্নত উভয় দেশকেই প্রভাবিত করছে, তাই ভারত বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য উত্তর-দক্ষিণ বিভাজন জুড়ে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সহায়তা বাড়ানোর জন্য G-20 এর সভাপতিত্বকে কাজে লাগাবে। এই ক্ষেত্রে, ভারত কেবল তার 1.3 বিলিয়ন নাগরিকের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য শক্তিশালী যোগ্যতা অর্জন করেনি, বরং অনেক উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য সরবরাহকারী হিসাবেও আবির্ভূত হয়েছে। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার চেতনায় ভারত আফগানিস্তানে 50,000 মেট্রিক টন গম এবং ওষুধ ও ভ্যাকসিনের একাধিক চালান প্রেরণ করেছে, জ্বালানি, অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং বাণিজ্য নিষ্পত্তির জন্য শ্রীলঙ্কাকে 3.8 বিলিয়ন মার্কিন ডলার ঋণ দিয়েছে, মায়ানমারকে 10,000 মেট্রিক টন খাদ্য সহায়তা এবং ভ্যাকসিন চালান সরবরাহ করেছে।

মহামারীর দ্বৈত ধাক্কা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন সংকটের কারণে বিশ্বব্যাপী সরবরাহ শৃঙ্খলের পতনের প্রেক্ষাপটে, ভারত তার G-20সভাপতিত্বের অধীনে সার এবং খাদ্যশস্য উভয়ের সরবরাহ শৃঙ্খল স্থিতিশীল এবং নিশ্চিত রাখতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একত্রিত করবে। বিশেষ করে ভারত নিরবচ্ছিন্ন সার সরবরাহকে অগ্রাধিকার দেবে। 2022 সালের 15-16 নভেম্বর বালিতে অনুষ্ঠিত G-20 শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, "আজকের সার রে ঘাটতি আগামীকালের খাদ্য সংকট, যার কোনও সমাধান বিশ্বের কাছে থাকবে না।

বৈশ্বিক খাদ্য সংকট নিরসনে ভারত বিশ্ববাজারে রুশ খাদ্য পণ্য ও সার সরবরাহের জন্য ব্ল্যাক সি গ্রেন ইনিশিয়েটিভকে সমর্থন করেছে। এটি ইউক্রেন এবং রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে শস্য, খাদ্যদ্রব্য এবং সার / ইনপুটগুলির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করবে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা এবং ক্ষুধা রোধ করবে। এ ক্ষেত্রে ভারত খাদ্য ও সারের ওপর রফতানি নিষেধাজ্ঞা বা বিধিনিষেধ আরোপের বিপক্ষে।

G-20-এর সভাপতিত্বে ভারত কঠিন পরিস্থিতিতে খাদ্য সরবরাহ শৃঙ্খল সচল রাখতে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের দিকে মনোনিবেশ করবে। খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় ভারত অকুণ্ঠ অঙ্গীকার দেখিয়েছে, বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথের দেশগুলিতে, যারা প্রয়োজন তাদের জন্য খাদ্য ও খাদ্য পণ্যগুলির অ্যাক্সেসযোগ্যতা, সাশ্রয়ী মূল্য এবং স্থায়িত্ব নিশ্চিত করে।

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য কৃষি, খাদ্য প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তিতে আরও সমন্বয় তৈরি করতে উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করাই ভারতের জন্য একটি প্রধান অগ্রাধিকার হবে।

সামনের দিকে তাকিয়ে, ভারত টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা এবং প্রাকৃতিক কৃষির প্রচারের দিকে মনোনিবেশ করবে। জলবায়ু-সহনশীল এবং স্মার্ট কৃষি খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারতের আন্তর্জাতিক সহযোগিতার একটি মূল বৈশিষ্ট্য হবে। এর সভাপতিত্বে ভারত বাজরার মতো পুষ্টিকর এবং ঐতিহ্যবাহী খাদ্যশস্যকে পুনরায় জনপ্রিয় করে তুলবে। এই প্রসঙ্গে, ভারত তার সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক মিলট বর্ষকে অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উদযাপন রে জন্য বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অন্যতম হওয়ায় বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে G-20 দেশগুলোর সমর্থন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে। সকলের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা

নিশ্চিত করার জন্য ভারত "এক দেশ এক রেশন কার্ড প্রকল্প" চালু করেছে, যা একটি নাগরিক কেন্দ্রিক উদ্যোগ।

খাদ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে, বিশ্বের বৃহত্তম খাদ্য সুরক্ষা উদ্যোগ সহ ভারতের কৃতিত্বে চিত্তাকর্ষক সাফল্য রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার (PMGKAY) আওতায় ভারত সরকার জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইনের অধীনে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক খাদ্যশস্যের পাশাপাশি প্রতি মাসে জনপ্রতি 5 কেজি খাদ্যশস্য সরবরাহ করেছে। এই প্রকল্পটি করোনাভাইরাস মহামারীর উচ্চতায় 800 মিলিয়নেরও বেশি ভারতীয়কে খাদ্য সুরক্ষা সরবরাহ করেছিল। আইএমএফ ভারতে চরম দারিদ্র্যের মাত্রা বৃদ্ধি রোধে এই প্রকল্পের প্রশংসা করেছে এবং উল্লেখ করেছে যে খাদ্য প্রাপ্যতা দ্বিগুণ করা দরিদ্রদের উপর কোভিড-প্ররোচিত আয়ের ধাক্কা সহ্য করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাজ করেছে।

বৈশ্বিক খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধির জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারের ক্ষেত্রে, G-20দেশগুলির তুলনায় ভারতে প্রচুর কৃষি জনশক্তি রয়েছে, যা খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। তদুপরি, ভারতীয় কৃষি প্রতিভা বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভারতীয় কৃষি দক্ষতা বিশ্বের কয়েকটি দেশে পনির এবং জলপাইয়ের মতো ঐতিহ্যবাহী কৃষি পণ্যগুলিকে নতুন জীবন দিতে সহায়তা করেছে।

ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং কৃষি-প্রযুক্তি সংস্থাগুলির আরও অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতের কাছে রক্ষণশীল এবং কম খরচের কৃষি কৌশলযেমন জিরো-টিল ফার্মিং, নির্ভুল চাষ, চুক্তিভিত্তিক চাষ, ড্রিপ সেচ এবং সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্ন বীজ সরবরাহের জন্য তার জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবেলায় কৃষিকে আরও পরিবেশগতভাবে টেকসই করার জন্য G-20 প্রচেষ্টা বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ হবে। এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক, পুষ্টিকর ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য কীটনাশক, ভেষজনাশক এবং দূষণ মুক্ত বিভিন্ন কৃষি প্রযুক্তি এবং পদ্ধতিগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

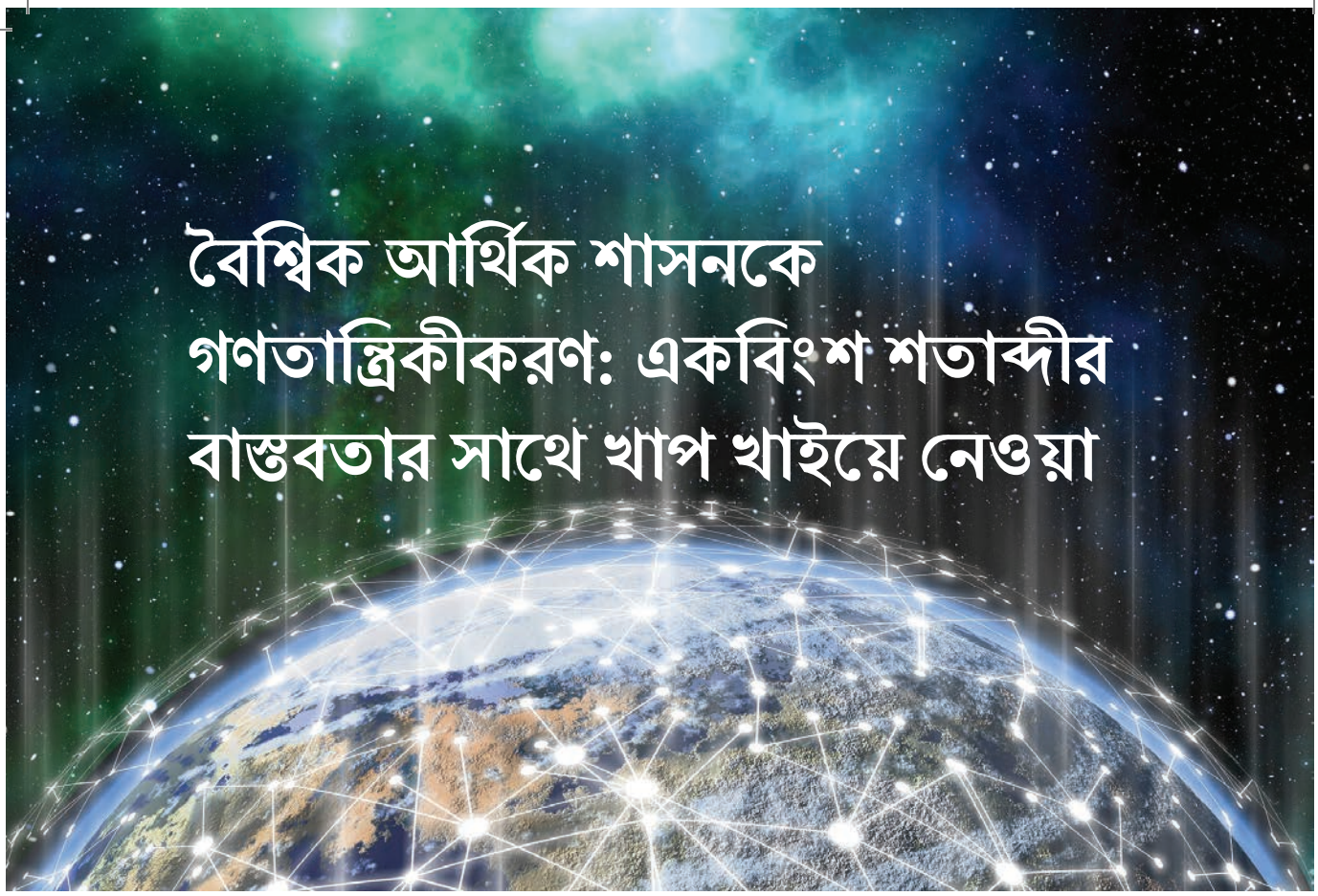

বৈশ্বিক আর্থিক শাসনকে গণতান্ত্রিকীকরণ: একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সৃষ্ট বিশ্ব ব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান প্রাচীন হয়ে উঠেছে এবং অবসাদে ভুগছে। এটি উদীয়মান সংকটমোকাবেলায় বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতাকে বিরূপ ভাবে প্রভাবিত করেছে। এই প্রেক্ষাপটে, বৈশ্বিক আর্থিক শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিকে আরও গণতান্ত্রিক করে তোলা এবং বিশ্ব ব্যবস্থায় চলমান পরিবর্তনের প্রতিনিধিত্ব করা G-20 সভাপতিত্বে ভারতের একটি প্রধান অগ্রাধিকার। বিশ্বব্যাংক এবং আইএমএফের মতো প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও পাশ্চাত্যের দুর্গ হিসাবে রয়ে গেছে এবং প্রাসঙ্গিক থাকার জন্য উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে আরও বেশি প্রতিনিধিত্ব এবং ওজন সরবরাহ করা দরকার। উদীয়মান অর্থনীতির উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উন্নয়ন ব্যাংকসহ বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান ও আন্তর্জাতিক অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের G-20 সভাপতির মূল অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকবে বৈশ্বিক শাসন প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্রুত সংস্কার।

ইউক্রেন সংকটের প্রেক্ষাপটে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সংকট এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের পতন বৈশ্বিক শাসন সংস্কারের গতিকে আরও জরুরী করে তুলেছে। বালিতে G-20 শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদী স্পষ্টভাবে সংকটের মাত্রা তুলে ধরেন এবং বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি বলেন, "প্রতিটি দেশের দরিদ্র নাগরিকদের জন্য চ্যালেঞ্জ আরও গুরুতর। দৈনন্দিন জীবন তাদের জন্য একটি সংগ্রাম ছিল। দ্বৈত ধাক্কা সামলানোর মতো আর্থিক সামর্থ্য তাদের নেই। দ্বৈত চাপের কারণে, এটি পরিচালনা করার জন্য তাদের আর্থিক সামর্থ্যের অভাব রয়েছে,"তিনি বলেছিলেন। "জাতিসংঘের মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে এসব ইস্যুতে ব্যর্থ হয়েছে, তা স্বীকার করতেও আমাদের দ্বিধা করা উচিত নয়। এবং আমরা সকলেই তাদের মধ্যে উপযুক্ত সংস্কার করতে ব্যর্থ হয়েছি," প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছিলেন। ভারতের মতে, কোভিড-পরবর্তী দ্রুত পুনরুদ্ধারের জন্য আরও ভাল বৈশ্বিক শাসন নিশ্চিত করার জন্য বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলিতে সংস্কার প্রয়োজন।

বর্তমানে, আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংকের শাসন কাঠামোর একটি অদ্ভুত শাসন কাঠামো রয়েছে। তারা বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় যেখানে ভোটের ক্ষমতা তাদের সদস্য রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক আকারের উপর নির্ভর করে। এটি একটি চরম অসামঞ্জস্যতার দিকে পরিচালিত করেছে: মার্কিন সরকারের 16% ভোট শেয়ার রয়েছে যখন ইথিওপিয়ার মতো একটি দেশ - 100 মিলিয়নেরও বেশি লোকের বাসস্থান - আইএমএফের ভোটের মাত্র 0.09% নিয়ন্ত্রণ করে। বিশ্বব্যাংকের নেতৃত্বে সবসময় একজন মার্কিন-আমেরিকান এবং আইএমএফের নেতৃত্বে থাকেন একজন ইউরোপীয়। উভয় সংস্থার সদর দফতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীতে অবস্থিত এবং উচ্চ আয়ের দেশগুলির অনেক অর্থনীতিবিদকে নিয়োগ দেয়। উন্নত দেশগুলির পক্ষে এই শাসন কাঠামোটি জরুরীভাবে পরিবর্তন করা দরকার।

একটি শক্তিশালী, কোটা-ভিত্তিক এবং পর্যাপ্ত সম্পদযুক্ত আইএমএফ-এর কেন্দ্রে একটি শক্তিশালী এবং কার্যকর গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল সেফটি নেট বজায় রাখতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারত 2023 সালের 15 ডিসেম্বরের মধ্যে কোটার 16তম সাধারণ পর্যালোচনার অধীনে আইএমএফ প্রশাসন সংস্কারের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চাপ অব্যাহত রাখবে। টেকসই মূলধন প্রবাহের প্রচার এবং স্থানীয় মুদ্রা মূলধন বাজারের বিকাশসহ আন্তর্জাতিক আর্থিক কাঠামোর দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করার জন্য G-20দেশগুলি কাজ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলন 2018-এ লিডারস রিট্রিটে প্রধানমন্ত্রী মোদী প্রথম বহুপাক্ষিকতার সংস্কারের ধারণাদিয়ে বৈশ্বিক শাসন ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনার ক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি উদ্দীপিত হয়েছে। ধারণাটি ছিল বহুপাক্ষিক সংস্থাগুলির সংস্কারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যা সমসাময়িক বাস্তবতার প্রতিফলন করে না এবং অন্যান্য প্রধান উদীয়মান অর্থনীতিগুলিকে শাসনে আরও বেশি কণ্ঠ দেওয়া। এই ধারণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভারত G-20 সহ বিভিন্ন বৈশ্বিক সম্মেলনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈশ্বিক শাসন কাঠামোর সংস্কারের জন্য নিরলসভাবে সমর্থন করে আসছে। অনেক উপায়ে, G-20উন্নত দেশ এবং উদীয়মান অর্থনীতিউভয়ের সমন্বয়ে গঠিত সর্বাধিক প্রতিনিধিত্বকারী বহুপাক্ষিক গোষ্ঠী হিসাবে রয়ে গেছে এবং তাই বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকগুলির সংস্কারের জন্য সর্বোত্তমসজ্জিত। 2022 সালে ইন্দোনেশিয়া, 2023 সালে ভারত, 2024 সালে ব্রাজিল এবং 2025 সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় উন্নয়নশীল দেশগুলো G-20 সভাপতির দায়িত্ব পালন করছে। ভারতের G-20 সভাপতিত্ব আন্তর্জাতিক শাসন প্রতিষ্ঠানগুলিতে বৈশ্বিক দক্ষিণের জন্য বৃহত্তর বক্তব্য প্রচারের একটি অনন্য সুযোগ।

এ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সাহসী উদ্ভাবন জরুরি প্রয়োজন। একটি ক্রমবর্ধমান ঐকমত্য রয়েছে যে ব্রেটন উডস প্রতিষ্ঠানগুলি একবিংশ শতাব্দীতে আর উদ্দেশ্য পূরণ করে না এবং নতুন ভূ-অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিনিধিত্ব করে। বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বৈধতা বাড়ানো শুধু বিশ্বের স্বার্থেই নয়, IMF ও ওয়ার্ল্ডব্যাঙ্কের প্রধান শেয়ারহোল্ডারদেরও স্বার্থে।

SDG-গুলিকে ত্বরান্বিত করা: বিশ্বকে আরও ভালো করে বসবাসযোগ্য করে তোলা

জাতিসংঘের সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট এজেন্ডা 2030 অর্জনের জন্য যখন ঘড়ি রয়ে গেছে, তখন সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ত্বরান্বিত করা জরুরি হয়ে পড়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, কোভিড-19, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ, অসম অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির কারণে SDGর অগ্রগতি ধীর হয়ে গেছে। বালিতে G-20 শীর্ষ সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG) থেকে 'এসওএস'-এর জবাব দিতে এবং জলবায়ু সংকট মোকাবেলা, দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা প্রতিরোধ, জ্বালানি রূপান্তর জোরদার এবং ডিজিটাল রূপান্তরকে উৎসাহিত করতে গ্লোবাল সাউথের সরকারগুলোকে সহায়তা করার জন্য G-20 নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

এই প্রেক্ষাপটে ভারত G-20-এর সভাপতিত্বকালে SDGর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার দিকে মনোনিবেশ করবে। দারিদ্র্য, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থান ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো আন্তঃসংযুক্ত বিষয়গুলো SDGর আওতায় রয়েছে।

সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বা বৈশ্বিক লক্ষ্যগুলির মধ্যে 17 টি আন্তঃসংযুক্ত লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা "মানুষ এবং গ্রহের জন্য শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য একটি অভিন্ন নীলনকশা" হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। 2015 সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ (UN-GA) SDG প্রতিষ্ঠা করে এবং 2030 এজেন্ডা নামে জাতিসংঘ-জিএ রেজুলেশনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 17টি SDG হলো- দারিদ্র্য, শূন্য ক্ষুধা, সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ, মানসম্মত শিক্ষা, লিঙ্গ সমতা, বিশুদ্ধ জল ও পয়ঃনিষ্কাশন, সাশ্রয়ী মূল্যের ও পরিচ্ছন্ন জ্বালানি, শালীন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো, বৈষম্য হ্রাস, টেকসই শহর ও সম্প্রদায়, দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন, জলবায়ু পদক্ষেপ, পানির নিচে জীবন, ভূমিতে জীবন, শান্তি, ন্যায়বিচার ও শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। লক্ষ্যের জন্য অংশীদারিত্ব।

SDG ভারতের উন্নয়ন এজেন্ডার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং একটি আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে এর বিশ্বাস, যা "বসুধৈব কুটুম্বকাম" নীতির প্রতীক, যা ভারতের G-20প্রেসিডেন্সিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। ভারত জাতিসংঘের এজেন্ডা 2030 প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং দেশের জাতীয় উন্নয়ন এজেন্ডার বেশিরভাগই সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট লক্ষ্যমাত্রায় (SDG) প্রতিফলিত হয়েছে। এই অর্থে, SDG অর্জনে বিশ্বের অগ্রগতি মূলত ভারতের অগ্রগতির উপর নির্ভর করে।

বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) এবং ক্ষুদ্র দ্বীপ উন্নয়নশীল দেশগুলির (SIDS) জন্য SDGর অর্থায়ন বৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যআনার উপর ভারতের প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হবে। এ ক্ষেত্রে SDG অর্থায়ন বাড়াতে বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ ও ডব্লিউটিও'র মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানপুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে ঐকমত্য তৈরি হচ্ছে। ভারত সক্রিয়ভাবে আর্থিক প্রবাহ বৃদ্ধি করে SDG কে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বেসরকারী খাতের বৃহত্তর ভূমিকার পক্ষে। ভারত SDG অর্জনে সহায়তা করার জন্য বেসরকারী বিনিয়োগ কে একত্রিত করা সহ উদ্ভাবনী অর্থায়নের উৎস এবং সরঞ্জামগুলির মাধ্যমে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলির জন্য আরও বিনিয়োগকে সমর্থন করে।

দ্রুত SDG অর্জন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের নতুন কার্যপত্র অনুসারে, 2015-2019 সালে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি অর্জন করায় ভারত G-20 দেশগুলির মধ্যে রয়েছে এবং এমনকি নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলির চেয়েও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

সামনের দিকে তাকালে, G-20 সভাপতিত্বের অধীনে ভারত অভ্যন্তরীণ কর রাজস্ব বৃদ্ধি, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান (ডিএফআই) থেকে সার্বভৌম (সরকারী) ঋণ বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন উপায়ে SDGর জন্য অর্থায়ন বাড়ানোর জন্য উন্নত এবং উদীয়মান অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে; এবং ভারী ঋণগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পুনর্গঠন। দীর্ঘমেয়াদী প্রবৃদ্ধিকে সমর্থন করতে এবং এটিকে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সবুজ করার জন্য ভারত সরকারী বিনিয়োগ এবং কাঠামোগত সংস্কার, বেসরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা এবং বহুপাক্ষিক বাণিজ্য এবং বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলের স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করার দিকেও মনোনিবেশ করবে।

ভারত G-20 সম্মেলনে দেশের কিছু অর্জন প্রদর্শন করবে এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা ও সর্বোত্তম অনুশীলনবিনিময়ের দিকে মনোনিবেশ করবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ত্বরান্বিত করা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমৃদ্ধ গ্রহ তৈরি এবং আকার দেওয়ার জন্য ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির একটি অংশ।

শব্দকোষ

ACT-অ্যাকসেলারেটর: কোভিড-19 পরীক্ষা, চিকিৎসা ও ভ্যাকসিনের উন্নয়ন, উৎপাদন এবং ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার ত্বরান্বিত করতে বৈশ্বিক সহযোগিতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো হলো অ্যাকসেস টু কোভিড-19 টুলস (ACT) অ্যাকসেলারেটর।

আদ্দিস আবাবা অ্যাকশন এজেন্ডা (AAAA): টেকসই উন্নয়নের জন্য 2030 এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য AAAA একটি শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপন করে। এটি অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত অগ্রাধিকারের সাথে সমস্ত অর্থায়ন প্রবাহ এবং নীতিগুলিকে একত্রিত করার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নের অর্থায়নের জন্য একটি নতুন বৈশ্বিক কাঠামো সরবরাহ করে।

এগ্রিকালচার মার্কেট ইনফরমেশন সিস্টেম (AMIS): কৃষি বাজার তথ্য ব্যবস্থা (AMIS) খাদ্য বাজারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং সংকটের সময়ে আন্তর্জাতিক নীতি সমন্বয়কে উৎসাহিত করার জন্য একটি আন্তঃসংস্থা প্ল্যাটফর্ম। এটি G-20 ফরাসি প্রেসিডেন্সির সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গম, ভুট্টা, ধান এবং সয়াবিনের মতো ফসলগুলি এই উদ্যোগের আওতায় রয়েছে।

এগ্রো-ফুড গ্লোবাল ভ্যালু চেইন: তারা বিশ্বজুড়ে ভোক্তাদের সাথে খাদ্য এবং ফাইবার উৎপাদনকারীদের সংযুক্ত করে এবং ভোক্তাদের বৃহত্তর পছন্দের পাশাপাশি খাদ্যের স্থিতিশীল সরবরাহ সরবরাহ করতে সহায়তা করে এবং একই সাথে উত্পাদকদের জন্য আয় তৈরি করে।

অ্যান্টার্কটিক চুক্তি ব্যবস্থা: অ্যান্টার্কটিক চুক্তি ব্যবস্থা অ্যান্টার্কটিকায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য তৈরি জটিল ব্যবস্থার একটি সেট। অ্যান্টার্কটিক চুক্তি ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত সিস্টেমের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে ডিসি 1959 সালের 1 ডিসেম্বর এবং 1961 সালের 23 জুন কার্যকর হয়।

আন্টালিয়া ইয়ুথ গোল: আন্টালিয়া ইয়ুথ গোলটি 2015 সালে তুরস্কের আন্টালিয়ায় G-20 দেশগুলির দ্বারা সম্মত লক্ষ্যকে বোঝায় "তাদের দেশে তরুণদের অংশ হ্রাস করা যারা স্থায়ীভাবে পিছিয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে।

বেস ইরভেশন অ্যান্ড প্রফিট শিফটিং (BEPS): BEPS বলতে বহুজাতিক উদ্যোগ (MNEs) কর্তৃক গৃহীত কর পরিকল্পনা কৌশলকে বোঝায় যা কর প্রদান এড়াতে বিভিন্ন অর্থনীতির মধ্যে কর বিধি এবং প্রবিধানের ফাঁক এবং বৈষম্যকে কাজে লাগায়।

বৃত্তাকার অর্থনীতি: বৃত্তাকার অর্থনীতিতে এমন বাজার জড়িত যা পণ্যগুলি বাতিল করার এবং নতুন সংস্থানগুলি শোষণের পরিবর্তে তাদের পুনরায় ব্যবহারে উত্সাহিত করে। এই অর্থনীতিতে, সমস্ত ধরণের বর্জ্য, যেমন কাপড়, স্ক্র্যাপ ধাতু এবং অপ্রচলিত ইলেকট্রনিক্স অর্থনীতিতে ফিরে আসে বা আরও দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়।

আফ্রিকার সাথে কমপ্যাক্ট (CwA): জার্মান G-20 প্রেসিডেন্সির অধীনে অবকাঠামো খাত সহ আফ্রিকায় বেসরকারী বিনিয়োগকে উত্সাহিত করার জন্য CwA শুরু হয়েছিল। সিডব্লিউএ'র মূল লক্ষ্য হলো ম্যাক্রো, ব্যবসা ও অর্থায়ন কাঠামোর উল্লেখযোগ্য উন্নতির মাধ্যমে আফ্রিকার অর্থনীতিতে বেসরকারি বিনিয়োগের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা।

কোভ্যাক্স: কোভ্যাক্স হচ্ছে ACT-অ্যাকসেলেরেটরের ভ্যাকসিন স্তম্ভ। কোভ্যাক্সের লক্ষ্য হচ্ছে কোভিড-19 ভ্যাকসিনের উন্নয়ন ও উৎপাদন ত্বরান্বিত করা এবং বিশ্বের প্রতিটি দেশের জন্য ন্যায্য ও ন্যায়সঙ্গত প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

জলবায়ু অর্থায়ন: জলবায়ু অর্থায়ন হ'ল সরকারী, বেসরকারী এবং বিকল্প উত্স থেকে স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তঃদেশীয় তহবিল যা জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন এবং অভিযোজন ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করতে চায়। কার্বন নিঃসরণ রোধ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সহায়তা করার জন্য, উন্নত দেশগুলি জলবায়ু অর্থায়নের জন্য বার্ষিক 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করতে সম্মত হয়েছে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স: এটি নীতি নির্ধারকদের অর্থনৈতিক দক্ষতা, টেকসই প্রবৃদ্ধি এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা সমর্থন করার লক্ষ্যে কর্পোরেট শাসনের জন্য আইনী, নিয়ন্ত্রক এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মূল্যায়ন এবং উন্নত করতে সহায়তা করে।

দুর্নীতির উপর ভাল অনুশীলনের সংকলন: এটি দুর্নীতি পরিমাপের জাতীয় অভিজ্ঞতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যাতে দুর্নীতিসম্পর্কিত আরও ভাল মানের (বৈধ, নির্ভরযোগ্য, কার্যকর, ইত্যাদি) ডেটা থাকে, দুর্নীতির ঝুঁকির মাত্রা পরিমাপ এবং দুর্নীতি বিরোধী নীতিগুলির কার্যকারিতা।

কার্বন ক্যাপচার, ইউটিলাইজেশন অ্যান্ড স্টোরেজ (CCUS): CCUS এমন প্রযুক্তির একটি স্যুটকে বোঝায় যা বৈশ্বিক শক্তি এবং জলবায়ু লক্ষ্যপূরণে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন ক্যাপচার করার প্রক্রিয়া এবং হয় বিল্ডিং উপকরণ (ব্যবহার) এর মতো জিনিস তৈরি করতে বা পৃষ্ঠের (স্টোরেজ) হাজার হাজার ফুট নীচে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ রে জন্য তাদের ব্যবহার করে।

কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (CRS): কর ফাঁকির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য অংশীদার দেশগুলির মধ্যে তথ্যের স্বয়ংক্রিয় বিনিময়ের জন্য 2014 সালে ওইসিডি দ্বারা CRS তৈরি করা হয়েছে। এটি প্রতিটি দেশের জন্য প্রযোজ্য যারা সিআরএসের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং এটিকে তার আইনে রূপান্তরিত করেছে।

ডেটা গ্যাপস ইনিশিয়েটিভ (DGS): ডেটা গ্যাপস ইনিশিয়েটিভ (DGS) এর দুটি পর্যায় 2009 সালে ডেটা ফাঁকগুলি সনাক্ত করতে এবং ডেটা সংগ্রহকে শক্তিশালী করার জন্য G-20এর অনুরোধের প্রতিক্রিয়াহিসাবে শুরু হয়েছিল। ডেটা গ্যাপস ইনিশিয়েটিভের প্রথম পর্যায় (ডিজিআই -1: 2009-15) ধারণাগত কাঠামোর বিকাশের পাশাপাশি কিছু পরিসংখ্যান সংগ্রহ এবং প্রতিবেদনের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ করেছিল। ডিজিআই-2 (2015-21) এর মূল উদ্দেশ্য ছিল নীতিব্যবহারের জন্য নির্ভরযোগ্য এবং সময়োপযোগী পরিসংখ্যানের নিয়মিত সংগ্রহ ও প্রচার বাস্তবায়ন করা।

ডেট সার্ভিস সাসপেনশন ইনিশিয়েটিভ (DSSI): 2020 সালে G-20 দ্বারা চালু করা, DSSI বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলিকে সীমিত সময়ের জন্য তাদের ঋণ পরিষেবা প্রদান স্থগিত করার এবং মহামারী এবং এর পরিণতি মোকাবেলায় তাদের আর্থিক স্থান সরবরাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে।

দুর্যোগ স্থিতিস্থাপকতা: এটি ব্যক্তি, সম্প্রদায়, সংস্থা এবং রাষ্ট্রগুলির উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী সম্ভাবনার সাথে আপস না করে বিপদ, শক বা চাপের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার এবং পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা।

দুর্যোগ সহনশীল অবকাঠামো: এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভবন, জনসাধারণের সাম্প্রদায়িক সুবিধা, ট্রানজিট সিস্টেম, টেলিযোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা বন্যা, ভূমিকম্প বা দাবানলের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাব সহ্য করার জন্য কৌশলগতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।

এমপাওয়ার অ্যালায়েন্স: এমপাওয়ার একটি বেসরকারী খাতের নেতৃত্বাধীন জোট যা বেসরকারী এবং সরকারী খাতের মধ্যে বর্ধিত সহযোগিতার মাধ্যমে সুযোগগুলিতে মহিলাদের অ্যাক্সেস উন্নত করার লক্ষ্য রাখে। এটি অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে মহিলাদের অংশগ্রহণে বাধা সৃষ্টিকারী বাধাগুলি দূর করার চেষ্টা করে।

ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FETF): FETF একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন রে পর্যবেক্ষক হিসাবে কাজ করে। এটি মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন কার্যক্রম প্রতিরোধের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মান প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।

আর্থিক স্থিতিশীলতা বোর্ড (FSB): FSB একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা যা বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ এবং সুপারিশ করে। এফএসবির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হ'ল আন্তর্জাতিক আর্থিক স্থিতিশীলতা প্রচার করা।

ফুড কোয়ালিশন: ফুড কোয়ালিশন একটি মাল্টি স্টেকহোল্ডার প্ল্যাটফর্ম। এর উদ্দেশ্য হ'ল কৃষিখাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরের দিকে পরিবর্তনের গতিকে ত্বরান্বিত করা এবং প্রয়োজনে দেশগুলির জন্য জোট এবং সম্মিলিত সমর্থন তৈরি করা। এটি ক্রমবর্ধমান খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা, জলবায়ু শকের তীব্রতা এবং বৈশ্বিক খাদ্য ও কৃষির জন্য অস্থিতিশীলতার বৈশ্বিক অগ্রাধিকারগুলির প্রতিক্রিয়া জানাতেও কাজ করে।

কাজের ভবিষ্যত: কাজের ভবিষ্যত প্রযুক্তিগত, প্রজন্মগত এবং সামাজিক পরিবর্তনদ্বারা প্রভাবিত হয়ে পরবর্তী দশকে কাজ করার পদ্ধতিতে পরিবর্তনগুলি বর্ণনা করে।

G-20 ইনোভেশন লীগ: 2021 সালে ইতালির G-20 প্রেসিডেন্সির অধীনে শুরু হওয়া G-20 ইনোভেশন লীগ উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিতে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করে এবং বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জমোকাবেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করে।

G-20 ওয়াটার প্লাটফর্ম: 2021 সালে চালু এবং সৌদি আরব কর্তৃক বাস্তবায়িত, G-20 ওয়াটার প্ল্যাটফর্ম বিশ্বজুড়ে টেকসই জল ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি ডিজিটাল উপকরণ।

গ্লোবাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার হাব (GI হাব): 2014 সালে G-20 দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, GI হাব একটি অলাভজনক সংস্থা যা অ্যাকশন-ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামের মাধ্যমে টেকসই, স্থিতিস্থাপক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক অবকাঠামো সরবরাহকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এটি সরকারী এবং বেসরকারী খাতের সাথে সহযোগিতা করে এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে।

গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (GPFI): 2010 সালের 10 ডিসেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ার সিওলে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হওয়া GPFI G-20 এবং নন-G-20 দেশএবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের পিয়ার লার্নিং, জ্ঞান ভাগাভাগি, পলিসি অ্যাডভোকেসি এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কাজ করার জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্ল্যাটফর্ম।

গ্লোবাল পাবলিক গুডস (GPGs): GPGs হ'ল সেই পণ্য বা পরিষেবা যার সুবিধাগুলি বিশ্বের সমস্ত নাগরিককে প্রভাবিত করে। তারা আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিককে প্রভাবিত করে - আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি, এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি থেকে মেট্রিক সিস্টেমের মতো দৈনন্দিন ইউটিলিটি সিস্টেমপর্যন্ত।

গ্লোবাল ফোরাম অন স্টিল অতিরিক্ত ক্ষমতা (GFSEC): GFSEC ইস্পাত খাতে অতিরিক্ত ক্ষমতার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা এবং সম্মিলিত সমাধান খুঁজে বের করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম। গ্লোবাল ফোরামটি 2016 সালে G-20 হাংঝু শীর্ষ সম্মেলনে G-20 নেতারা তৈরি করেছিলেন। গ্লোবাল ফোরাম G-20 সদস্য এবং অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের (ওইসিডি) আগ্রহী সদস্যদের জন্য একটি উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্ম।

গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল সেফটি নেট (GFSN): GFSN বিস্তৃতভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার একটি সেট হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে যা সম্ভাব্য ধাক্কাগুলির বিরুদ্ধে বীমা বা সংকট সমাধানের জন্য তহবিলপ্রয়োজন এমন দেশগুলিকে আর্থিক সংস্থান সরবরাহ করে। এই ব্যবস্থাগুলির উদ্দেশ্য হ'ল সংকটে থাকা একটি দেশকে তার স্ব-অর্থায়ন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করতে এবং যথাযথ শর্তের মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ নীতির ব্যর্থতাগুলি সংশোধন করতে সহায়তা করা।

গ্রিন ফাইন্যান্স: গ্রিন ফাইন্যান্স এমন আর্থিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যা পরিবেশগতভাবে টেকসই প্রকল্পগুলির জন্য ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট বা জলবায়ু পরিবর্তনের দিকগুলি গ্রহণ করে এমন প্রকল্পগুলি।

গ্রিন রিকভারি: একটি সবুজ পুনরুদ্ধার নীতি এবং সমাধানগুলিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা আগামী বছর এবং বছরগুলিতে মানুষ এবং গ্রহকে উপকৃত করবে। এটি দেশগুলিকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি আরও ভাল ভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম করবে।

ইন্টার-এজেন্সি গ্রুপ অন ইকোনমিক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটিস্টিকস (IAG): 2008 সালে প্রতিষ্ঠিত, আইএজির মূল ভূমিকা হ'ল আর্থিক খাত সম্পর্কিত পরিসংখ্যান এবং ডেটা ব্যবধান সম্পর্কিত বিষয়গুলি সমন্বয় এবং নিরীক্ষণ করা। আইএজি ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্টস (BIS), ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাংক (ECB), ইউরোস্ট্যাট, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থা (OECD), জাতিসংঘ (UN) এবং বিশ্বব্যাংক নিয়ে গঠিত।

ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি ফোরাম (IEF): IEF বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় আন্তর্জাতিক সংস্থা যা 71টি দেশের জ্বালানি মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত। এটি শক্তি উত্পাদনকারী এবং ভোক্তা উভয় দেশ এবং শক্তি ইস্যুতে সংলাপের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ফোরাম নিয়ে গঠিত।

অবৈধ, অপ্রকাশিত এবং অনিয়ন্ত্রিত (IUU) মাছ ধরা: এটি একটি বিস্তৃত শব্দ যা বিভিন্ন ধরণের মাছ ধরার ক্রিয়াকলাপকে ধারণ করে। অবৈধ, অপ্রকাশিত এবং অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার ক্রিয়াকলাপগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় মাছ ধরার নিয়ম লঙ্ঘন করে। IUU মাছ ধরা একটি বৈশ্বিক সমস্যা যা সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র এবং টেকসই মৎস্যচাষকে হুমকি দেয়।

ইন্টারন্যাশনাল মিথেন এমিশন অবজারভেটরি (IMEO): IMEO মিথেন নির্গমনের উল্লেখযোগ্য হ্রাসকে অনুপ্রাণিত করার জন্য জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির (UNEP) একটি ডেটা-চালিত এবং কর্ম-ভিত্তিক উদ্যোগ।

আন্তঃসরকারী বিজ্ঞান-নীতি প্ল্যাটফর্ম অন বায়োডাইভারসিটি অ্যান্ড ইকোসিস্টেম সার্ভিসেস (IPBES): IPBES বিশ্বব্যাপী জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুসংস্থান পরিষেবা এবং তাদের আন্তঃসংযোগ সম্পর্কিত জ্ঞানের নিয়মিত এবং সময়োপযোগী মূল্যায়ন সম্পাদন করে। আইপিবিইএস জাপান G-20 প্রেসিডেন্সির অধীনে শুরু হয়েছিল।

জাস্ট ট্রানজিশন: জাস্ট ট্রানজিশন মানে অর্থনীতিকে এমনভাবে সবুজ করা যা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য যথাসম্ভব ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক, শালীন কাজের সুযোগ তৈরি করা এবং কাউকে পিছনে না রাখা।

মানি মার্কেট ফান্ড: একটি মানি মার্কেট ফান্ড হ'ল এক ধরণের মিউচুয়াল ফান্ড যা অত্যন্ত তরল, নিকট-মেয়াদী সরঞ্জামগুলিতে বিনিয়োগ করে। এই সরঞ্জামগুলির মধ্যে নগদ, নগদ সমতুল্য সিকিউরিটিজ এবং উচ্চ-ক্রেডিট-রেটিং, স্বল্প-মেয়াদী পরিপক্কতা সহ ঋণ-ভিত্তিক সিকিউরিটিজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক (MDBs): MDBs উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রচারের জন্য আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমডিবিগুলো হলো বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), ইউরোপিয়ান ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (EBRD), ইন্টার আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IADP) এবং আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (AFDB)।

নন-ব্যাংক ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন (NBFI): একটি NBFI এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার সম্পূর্ণ ব্যাংকিং লাইসেন্স নেই এবং জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করতে পারে না। যাইহোক, এনবিএফআইগুলি বিকল্প আর্থিক পরিষেবাগুলি যেমন বিনিয়োগ (যৌথ এবং ব্যক্তিগত উভয়), ঝুঁকি পুলিং, আর্থিক পরামর্শ, ব্রোকারিং, মানি ট্রান্সমিশন এবং চেক ক্যাশিংয়ের সুবিধা দেয়।

OECD ঘুষ বিরোধী কনভেনশন: OECD ঘুষ বিরোধী কনভেনশন, যা আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক লেনদেনে বিদেশী সরকারী কর্মকর্তাদের ঘুষ এর বিরুদ্ধে লড়াই সম্পর্কিত কনভেনশন নামেও পরিচিত, একটি আইনত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী উপকরণ যা ঘুষ লেনদেনের "সরবরাহ দিক" (ব্যক্তি বা সত্তা ঘুষ প্রদান, প্রতিশ্রুতি বা প্রদান) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। কনভেনশনের দলগুলির আইন অনুসারে ঘুষকে ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

ওয়ান স্বাস্থ্য: 'ওয়ান স্বাস্থ্য' মানুষ, প্রাণী এবং পরিবেশের স্বাস্থ্যের ভারসাম্য এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য একটি সমন্বিত, ঐক্যবদ্ধ পদ্ধতি। কোভিড-19 মহামারীর মতো বৈশ্বিক স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিরোধ, ভবিষ্যদ্বাণী, সনাক্তকরণ এবং প্রতিক্রিয়া জানানো বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ওসাকা ব্লু ওশান ভিশন: 2019 সালে জাপানের G-20 প্রেসিডেন্সির অধীনে গৃহীত, ওসাকা ব্লু ওশান ভিশন G-20দেশগুলির একটি স্বেচ্ছাসেবী অঙ্গীকার যা "একটি বিস্তৃত জীবন-চক্র পদ্ধতির মাধ্যমে 2050 সালের মধ্যে সামুদ্রিক প্লাস্টিকের বর্জ্য দ্বারা অতিরিক্ত দূষণ শূন্যে নামিয়ে আনবে"।

প্যারিস চুক্তি: প্যারিস চুক্তি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত একটি আইনত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি। চুক্তিটি 2015 সালের 12 ডিসেম্বর গৃহীত হয় এবং 4 নভেম্বর 2016 সালে কার্যকর হয়। এই চুক্তির লক্ষ্য বৈশ্বিক উষ্ণতা প্রাক-শিল্প স্তরের তুলনায় 1.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তে 2 ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে সীমাবদ্ধ রাখা।

প্যারিস ক্লাব: প্যারিস ক্লাব সরকারী ঋণদাতা দেশগুলির একটি প্রধান আন্তঃসরকারি গ্রুপ। প্রকৃতিতে অনানুষ্ঠানিক, গ্রুপটি ঋণগ্রহীতা দেশগুলির মুখোমুখি অর্থ প্রদান সম্পর্কিত সমস্যাগুলির কার্যকর সমাধান খুঁজে বের করার চেষ্টা করে।

দারিদ্র্য বিমোচন ও প্রবৃদ্ধি ট্রাস্ট (PRGT): PRGT মাধ্যমে আইএমএফ প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচনের দিকে মনোনিবেশ করে নিম্ন আয়ের দেশগুলিকে ছাড়ের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

আফ্রিকায় অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি (PIDA): PIDA সামগ্রিক লক্ষ্য হ'ল সমন্বিত আঞ্চলিক এবং মহাদেশীয় অবকাঠামো নেটওয়ার্ক এবং পরিষেবাগুলিতে উন্নত অ্যাক্সেসের মাধ্যমে আফ্রিকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচন প্রচার করা। জার্মান G-20 প্রেসিডেন্সির অধীনে আফ্রিকায় বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে পিআইডিএ চালু করা হয়।

আঞ্চলিক অর্থায়ন ব্যবস্থা (RFAs): RFAs এমন প্রক্রিয়া বা চুক্তি যার মাধ্যমে দেশগুলির গ্রুপগুলি পারস্পরিকভাবে তাদের অঞ্চলে আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়।

রেসিলিয়েন্স অ্যান্ড সাসটেইনেবিলিটি ট্রাস্ট (RST): আইএমএফের RST নিম্ন-আয়ের এবং দুর্বল মধ্যম আয়ের দেশগুলিকে বাহ্যিক ধাক্কাগুলির স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করতে এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে এবং তাদের দীর্ঘমেয়াদী পেমেন্ট ভারসাম্য স্থিতিশীলতায় অবদান রাখতে সহায়তা করে।

স্পেশাল ড্রয়িং রাইটস (SDRs): SDRs আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) দ্বারা তার সদস্য দেশগুলির সরকারী রিজার্ভের পরিপূরক হিসাবে তৈরি একটি আন্তর্জাতিক রিজার্ভ সম্পদ। এসডিআরের মূল্য বিশ্বের পাঁচটি প্রধান মুদ্রার ঝুড়ির উপর ভিত্তি করে - মার্কিন ডলার, ইউরো, ইউয়ান, ইয়েন এবং ইউকে পাউন্ড।

সাসটেনেবল ডেভলপমেন্ট লক্ষ্যমাত্রা (SDGs): 2015 সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত SDGs, যা গ্লোবাল গোলস নামেও পরিচিত, দারিদ্র্য বিমোচন, গ্রহকে রক্ষা এবং 2030 সালের মধ্যে সকল মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য সর্বজনীন আহ্বান। 17টি এসডিজি রয়েছে যা সমন্বিত এবং স্বীকার করে যে একটি অঞ্চলে পদক্ষেপ অন্য অঞ্চলের ফলাফলকে প্রভাবিত করে।

সাস্টেনেবল ফাইন্যান্স: সাসটেনেবল ফাইন্যান্স এমন একটি প্রক্রিয়া যা বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পরিবেশগত, সামাজিক এবং শাসন (ESG) বিবেচনা করে। এটি সাসটেনেবল ফাইন্যান্স ক্রিয়াকলাপ এবং প্রকল্পগুলিতে আরও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের দিকে পরিচালিত করে।

খাদ্য ক্ষতি এবং বর্জ্য পরিমাপ এবং হ্রাস সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত প্ল্যাটফর্ম (TPLFW): এটি 2015 সালে G-20 তুরস্ক প্রেসিডেন্সির সময় চালু হয়েছিল। প্ল্যাটফর্মটি কার্যকরভাবে পরিমাপ, হ্রাস, নীতি, জোট, ক্রিয়াকলাপ এবং সফল মডেলগুলির উদাহরণগুলির সাথে খাদ্য ক্ষতি এবং বর্জ্য হ্রাস করার জন্য বিশ্বব্যাপী প্রয়োগ করা উদ্ভাবনী প্রযুক্তি এবং পদ্ধতিগুলির তথ্য অ্যাক্সেস করার প্রবেশদ্বার হিসাবে কাজ করে, অন্যান্য সম্পর্কিত প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে লিঙ্কসহ।

টোটাল লস শোষণ ক্ষমতা (TLAC): বৈশ্বিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংকগুলির (G-এসআইবিএস) বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি করার জন্য পর্যাপ্ত ইক্যুইটি এবং বেইল-ইন ঋণ রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য এবং সরকারী বেইলআউটের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য মোট লোকসান শোষণ ক্ষমতা একটি আন্তর্জাতিক মান।

UNCLOS: সমুদ্র আইন সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCLOS) 1982 সালে গৃহীত হয়েছিল। কনভেনশনটি বিশ্বের মহাসাগর এবং সমুদ্রে আইন শৃঙ্খলার একটি বিস্তৃত শাসন ব্যবস্থা নির্ধারণ করে যা মহাসাগর এবং তাদের সম্পদের সমস্ত ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের নিয়ম প্রতিষ্ঠা করে। এটি সমুদ্রের আইনের নির্দিষ্ট অঞ্চলগুলির আরও উন্নয়নের জন্য একটি কাঠামো সরবরাহ করে।

UN-হ্যাবিট্যাট: জাতিসংঘের মানব বসতি কর্মসূচির (UN-হ্যাবিট্যাট) লক্ষ্য হ'ল বিশ্বজুড়ে সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে টেকসই শহর এবং শহরগুলি প্রচার করা। UN-হ্যাবিট্যাট জাতিসংঘ ব্যবস্থার মধ্যে নগরায়ন এবং মানব বসতি সম্পর্কিত সমস্ত ইস্যুর কেন্দ্রবিন্দু।

ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ: ইউনিভার্সাল হেলথ কভারেজ বলতে বোঝায় যে সমস্ত মানুষের আর্থিক অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস রয়েছে, কখন এবং যেখানে তাদের প্রয়োজন। এটি স্বাস্থ্য প্রচার থেকে প্রতিরোধ, চিকিত্সা, পুনর্বাসন এবং উপশমকারী যত্ন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবাগুলির সম্পূর্ণ পরিসীমা অন্তর্ভুক্ত করে।

UNSC রেজোলিউশন 2347: UNSC রেজোলিউশন 2347 মূলত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলির সাংস্কৃতিক সম্পত্তি ধ্বংস ও লুণ্ঠনের ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এটি সশস্ত্র সংঘাতের বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় বিশ্ব সম্প্রদায়ের সাধারণ স্বার্থ এবং বাধ্যবাধকতার দিকেও মনোযোগ দেয়।

উইমেন এন্টারপ্রেনারস ফাইন্যান্স ইনিশিয়েটিভ (উই-ফাই): 2017 সালের অক্টোবরে প্রতিষ্ঠিত, উই-ফাই-এর মূল উদ্দেশ্য হ'ল আর্থিক পণ্য ও পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি, নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ, স্থানীয় এবং বিশ্ব বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য মেন্টরশিপ এবং সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সহায়তা করা।

G-20 বিস্তৃত অর্থনৈতিক সূচক

সূচক	G-20 (US$ ট্রিলিয়ন)		বিশ্বে শেয়ার (%)		বৃদ্ধি (%) (2010-2021)
	2010	2021	2010	2021	
আউটপুট অ্যাক্টিভিটি					
জিডিপি	55.7	70.1*	85.9	85.6	2.3#
মূল্য সংযোজন, কৃষি	1.9	2.6*	70.2	71.0	3.1#
মূল্য সংযোজন, শিল্প	14.3	18.5*	82.9	83.6	2.6#
মূল্য সংযোজন, সেবা	36.3	45.9*	86.9	86.5	2.4#
জনসংখ্যা	4.5	4.9	64.9	62.1	0.7
বানিজ্য					
পণ্য রপ্তানি	11.7	17.1	76.4	76.4	3.5
পণ্য দ্রব্য আমদানি	14.5	17.4	78.4	76.9	1.7
মোট পণ্য বাণিজ্য	26.1	34.4	77.5	76.7	2.5
সেবা রফতানি	3.2	4.9	79.6	80.7	4.0
সেবা আমদানি	3.0	4.4	77.2	78.0	3.5
পরিষেবার মোট বাণিজ্য	6.2	9.3	78.4	79.4	3.8
বিনিয়োগ					
অন্তরগামী এফডিআই	1.0	1.1	72.7	69.8	0.8
বহির্গামী এফডিআই	1.1	1.5	77.0	87.6	3.1
ডিজিটাল ইকোনমি					
ডিজিটাল ভাবে রপ্তানি-সরবরাহযোগ্য সেবা	1.6	3.2	85.6	84.1	6.5
আইসিটি পরিষেবাগুলির রপ্তানি	0.3	0.7	85.2	85.1	9.9

সূত্র: IMF-DOTS, IMF-IFS, UNCTAD, OECD

দ্রষ্টব্য: বৃদ্ধির জন্য, যৌগিক বার্ষিক বৃদ্ধির হার (CAGR)) 2010-2021 সময়কালের জন্য গণনা করা হয়েছে।

* পরিসংখ্যান 2020 সালের জন্য। # CAGR) 2010-2020 সালের জন্য গণনা করা হয়

G-20 ওয়ার্কিং গ্রুপ

(ভারতীয় প্রেসিডেন্সি)

শেরপা ট্র্যাক

- কৃষি
- দুর্নীতি বিরোধী
- সংস্কৃতি
- ডিজিটাল অর্থনীতি
- দুর্যোগ ঝুঁকি স্থিতিস্থাপকতা এবং হ্রাস
- উন্নয়ন
- শিক্ষা
- এমপ্লয়মেন্ট
- পরিবেশ ও জলবায়ু স্থিতিশীলতা
- শক্তি স্থানান্তর
- স্বাস্থ্য
- বাণিজ্য ও বিনিয়োগ
- পর্যটন

ফাইন্যান্স ট্র্যাক

- ফ্রেমওয়ার্ক ওয়ার্কিং গ্রুপ (FWG)
- ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল আর্কিটেকচার (IFA)
- ইনফ্রাস্ট্রাকচার ওয়ার্কিং গ্রুপ (IWG)
- সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ওয়ার্কিং গ্রুপ (SFWG)
- গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন (GPFI)
- জয়েন্ট ফিন্যান্স অ্যান্ড হেলথ টাস্ক ফোর্স
- আন্তর্জাতিক কর এজেন্ডা
- আর্থিক খাতের সমস্যা

G-20 এংগেজমেন্ট গ্রুপ

(ভারতীয় প্রেসিডেন্সি)

- বিজনেস20 (B20)
- সিভিল 20 (C20)
- লেবার20 (L20)
- পার্লামেন্ট 20 (P20)
- বিজ্ঞান20 (S20)
- সুপ্রিম অডিট ইনস্টিটিউশন20 (SAI20)
- স্টার্টআপ 20 (S20)
- থিঙ্ক20 (T20)
- আরবান20 (U20)
- মহিলা20 (W20)
- ইয়ুথ20 (Y20)

G-20 এর স্থায়ী আমন্ত্রিত

দেশ

- স্পেন

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

- জাতিসংঘ (UN)
- ইন্টারন্যাশানাল মানিটারি ফান্ড (IMF)
- বিশ্বব্যাংক (WB)
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
- ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন (WTO)
- ইন্টারন্যাশানাল লেবার অরগানাইজেশান (ILO)
- ফিন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি বোর্ড (FSB)
- অরগ্যানাইজেশান ফর ইকোনমিক কো-অপারেশান অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (OECD)
- আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)
- আফ্রিকান ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (AUDA-NEPAD)
- অ্যাসোসিয়েশান অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস (ASEAN)

অতিথি দেশ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান
(G-20 ভারতীয় প্রেসিডেন্সি 2023)

দেশ

- বাংলাদেশ
- মিশর
- মরিশাস
- নেদারল্যান্ড
- নাইজেরিয়া
- ওমান
- সিঙ্গাপুর
- ইউএই

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান

- ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (ISA)
- কলিশন ফর ডিসাস্টার রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (CDRI)
- এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (ADB)

G-20 এর সদস্য দেশ

অস্ট্রেলিয়া

আর্জেন্টিনা

ব্রাজিল

কানাডা

চীন

ইইউ

ফ্রান্স

জার্মানি

ভারত

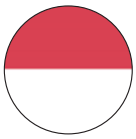
ইন্দোনেশিয়া

ইতালি

জাপান

মেক্সিকো

রাশিয়া

সাউথ আফ্রিকা

সৌদি আরব

দক্ষিণ কোরিয়া

তুর্কি

ইউএসএ

ইউকে

ভারতীয় G-20 প্রেসিডেন্সি: সোশ্যাল মিডিয়া কভারেজ

https://www.g20.org

https://twitter.com/g20org

https://www.facebook.com/g20org

https://www.instagram.com/g20org/?hl=en

https://www.youtube.com/channel/UCspVYmJSYUek633_enhLo3w

এই ডকুমেন্ট এবং বিগত G-20 এবং টি20 বিজ্ঞপ্তিগুলি অ্যাক্সেস করতে ক্লিক করুন:
https://bit.ly/3UiAa9s
কিউআর কোডঃ স্ক্যান করুন

ইমেজ ক্রেডিট: pixabay.com